গ) প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি ও অন্যান্য সমিতির উৎপাদন কর্মসূচি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে যাতে পরিকল্পনা প্রণয়ন হয় তার নিশ্চয়তা দেওয়া, ঋণচাহিদাগুলো একত্রিত করে প্রয়োজনীয় মঞ্জুরি ও দ্রুত অর্থ অবমুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) ঋণের ব্যবস্থা করে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের ঋণচাহিদা পূরণ করা;

ঙ) প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের পুনর্বাসনের জন্য পৃথক এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন;

চ) দুর্গত এলাকায় চাষাবাদের জন্য নলকূপের যন্ত্রাংশ ক্রয়, নলকূপ স্থাপন/পুনঃস্থাপন, মেরামত ইত্যাদির জন্য পৃথক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;

ছ) ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিতে জনগণকে ও এনজিওদের যৌথভাবে সংগঠিত করা;

জ) ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে বীজতলা বিতরণের জন্য নার্সারি স্থাপন এবং কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা স্থাপনের যৌথ কর্মসূচি গ্রহণে কৃষকদের উৎসাহিত ও সংগঠিত করা;

ঝ) কর্মকর্তারা যাতে প্রয়োজনবোধে এনজিওদের সঙ্গে, গ্রামের দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে বিবিএস এবং এমবিবিএস সংগঠিত করে তা নিশ্চিতকরণ এবং তাদেরকে আয় বাড়ানোর কাজে নিয়োজিত করার জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণচাহিদা একত্রিত করা;

ঞ) সকল পর্যায়ে সমবায় দপ্তর বিআরডিবির সঙ্গে আন্তরিকভাবে কাজ করবে।

৫.২.২০ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ মোকাবিলায় এ মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত দায়িত্বাবলি পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা;

খ) পরিকল্পনা, উদ্ধার, স্থানান্তর এবং পুনর্বাসনকাজের জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সকল সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

গ) কর্মপরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণে উদ্যোগ গ্রহণ;

ঘ) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) যথাযথভাবে কার্যকর নিশ্চিত করতে নির্দেশাবলি জারি করা;

ঙ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় সরকারি অবকাঠামো, স্থাপনা ও কাঠামোগুলো মেরামত ও পুনর্নির্মাণের অর্থ জোগানে নীতিমালা তৈরি করা এবং মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বরাদ্দ রাখা;

চ) যেকোনো পুনর্নির্মাণ-কার্যক্রমে দুর্যোগ-পরবর্তী প্রভাব ও ঝুঁকি নিরূপণ বিষয়াদি যাতে বিবেচনা করা হয় তা নিশ্চিতকরণ;

ছ) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মীদের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তৈরি ও বাস্তবায়ন করা;

জ) সরকারি ও বেসরকারি খাতে নির্মাণকাজগুলোর মান পর্যবেক্ষণে শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ) যেকোনো দুর্যোগ পরিস্থিতি সার্বিকভাবে মোকাবিলায় মন্ত্রণালয়ের সব বিভাগ ও মাঠ পর্যায়ের অফিসকে অন্তর্ভুক্ত করে মন্ত্রণালয়ের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঞ) সব ধরনের উদ্যোগ এবং সাড়া প্রদানে তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;

ট) মন্ত্রণালয়ের ভেতর-বাইরে ঝুঁকিহ্রাস যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;

ঠ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি এবং তা হালনাগাদ করা;

ড) অবকাঠামো নির্মাণ ও নগর পরিকল্পনায় ভূমিকম্পঝুঁকি প্রশমনে অবকাঠামো ও নগর পরিকল্পনা বিষয়ে সরকারি প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ ও স্থপতিদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা;

ঢ) ভূমিকম্প-ঝুঁকি চিহ্নিত করতে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের সঙ্গে কাজ করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) পরিকল্পনা, উদ্ধার, স্থানান্তর ও পুনর্বাসনকাজে জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোতে যোগ দেওয়া;

খ) দুর্যোগে সরকারি সম্পত্তির সম্ভাব্য ক্ষতি রোধে সতর্কীকরণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির সমন্বয়সাধন;

ঘ) দুর্যোগে সরকারি সম্পদের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি রোধের জন্য সতর্কীকরণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ জারি করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি হুঁশিয়ারি সংকেত প্রচার করা;

খ) মন্ত্রণালয়ে একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা;

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য একজন যোগাযোগ কর্মকর্তা মনোনীত করা;

ঘ) সরকারি সম্পত্তি রক্ষা ও মেরামতের উদ্দেশ্যে জনবল ও সরঞ্জাম সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখার জন্য সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ প্রদান;

ঙ) সকল সরকারি মজুত, সরঞ্জাম ইত্যাদি রক্ষা করা এবং প্রয়োজনবোধে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধান করা;

চ) জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য অন্যান্য এলাকা থেকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে প্রয়োজনীয় কর্মী ও সামগ্রী প্রেরণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরকে নির্দেশ প্রদান;

ছ) স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা এবং সকল কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত হওয়ার আশঙ্কা আছে এমন, এলাকাগুলো, বিশেষ করে উপজেলাগুলো চিহ্নিত করা;

খ) সরকারি মজুত, সামগ্রী এবং সম্পত্তি রক্ষা করা;

গ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে অতিরিক্ত লোকবল মোতায়েন ও সামগ্রী পাঠানো এবং সরকারি সম্পদ রক্ষা ও মেরামত নিশ্চিতকরণ;

ঘ) দুর্যোগে সাড়াদান, মানবিক সহায়তা ও উদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তা করতে এবং সরকারি সম্পত্তি মজবুত/শক্তিশালীকরণে অথবা ক্ষতির হাত থেকে অবকাঠামো রক্ষায় পূর্ত অধিদপ্তরকে অতিরিক্ত লোকবল ও সামগ্রী পাঠানোর নির্দেশনা জারি করা;

ঙ) কর্মী ও দলিলপত্র রক্ষা করতে প্রয়োজনে অধিকতর নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশনা জারি করা;

চ) নিয়ন্ত্রণকক্ষে কর্মী নিয়োগ করা এবং অবকাঠামোগুলোর ক্ষতির তথ্য জানার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ইওসির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

ছ) প্রয়োজন হলে হুমকির সম্মুখীন এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে শক্তিশালীকরণ ও মেরামত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরকে নির্দেশ প্রদান।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) পুনর্নির্মাণ অথবা মেরামতকাজের প্রকৃতি ও পরিমাণসহ ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা;

খ) দুর্যোগ-পরবর্তী প্রভাব বিশ্লেষণ করা এবং তা কমানোর সম্ভাব্য উপায় চিহ্নিত করা;

গ) ভবিষ্যতে একই ধরনের দুর্যোগের ক্ষেত্রে সরকারি সম্পদ রক্ষায় প্রাক্কলনসহ (অনুমানভিত্তিক) পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি তৈরি করা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তা দাখিল করা;

ঘ) মন্ত্রণালয়ের জন্য জরুরি দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ ও তহবিলের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

ঙ) সম্ভাব্য পুনর্নির্মাণকাজের চাহিদা মেটাতে আর্থিক সহায়তা প্রদানে দ্রুত বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;

চ) কর্মপরিকল্পনা, কার্যক্রম এবং সরকারি সম্পত্তির তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্নির্মাণকাজের বিস্তারিত ব্যয়ের প্রাক্কলনপূর্বক সরকারি সম্পত্তি মেরামত, পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ করা;

ছ) সকল পুনর্বাসন কর্মসূচির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

জ) অনুরোধক্রমে পুনর্বাসন-কার্যক্রমে কারিগরি সহযোগিতা বিশেষত Better Back Build নীতি অনুসরণ করা;

ঝ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে পুনর্নির্মাণকাজে বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীদের সম্পৃক্ত করার বিষয় নিশ্চিতকরণ।